দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

শিক্ষক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও বঞ্চিত

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

সারাদেশের প্রায় ছয় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় এসব শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিলসহ মানববন্ধন করেছেন।
কোথাও কোথাও বিক্ষোভ মিছিল শেষে ইউ.এন.ও অফিস ঘেরাও করে স্মারকলিপি প্রদান
করেছেন বিক্ষোভকারী শিক্ষক কর্মচারীরা। এসব বিক্ষোভ, সমাবেশে শিক্ষক, কর্মচারীদের
সাথে ঐসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিল। এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ১

শিক্ষক-কর্মচারীদের

২০ পৃষ্ঠার পর
বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। নিজেদের
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা
সচিবের পদত্যাগের দাবিও জানানো হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে।
কাশিয়ানী /গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, উপজেলার পোনা এম.এ. খালেক উচ্চ
বিদ্যালয় এমপিও ভুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল, ইউ.এন.ও অফিস ঘেরাও,
মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী
একটি মিছিল নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা ইউ.এন.ও অফিস অবরোধ করে রাখে এবং একটি
স্মারকলিপি প্রাদন করে।
মাদারগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, মাদারগঞ্জ উপজেলার এমপিওভুক্ত না হওয়া শিক্ষক ও
কর্মচারীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সহকারে উপজেলা পরিষদ
ঘেরাও করে। এসময় তারা শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব-এর পদত্যাগ দাবি করে উপজেলা
নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে।
কাউখালী (রাঙ্গামাটি) সংবাদদাতা জানান, দীর্ঘ ৬ বছর প্রতীক্ষার পর রাঙ্গামাটি
পার্বত্য জেলার শুধু ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও তালিকাভুক্তি পেয়েছে। সারাদেশে এক
হাজারেরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও তালিকাভুক্ত করা হলেও পশ্চাৎপদ তিন
পার্বত্য জেলা হতে মাত্র ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে
এমপিওর প্রত্যাশায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অপেক্ষায় ছিল, সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-
কর্মচারীদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছে। এমপিওভুক্তির নতুন তালিকায় রাঙ্গামাটি
পার্বত্য জেলার শুধু ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকাকে দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে আখ্যায়িত
করেছেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি রাঙ্গামাটি জেলার সভাপতি রনতোষ মল্লিক।
রায়গঞ্জ সংবাদদাতা জানান, সিরাজগঞ্জের দুইটি উপজেলা রায়গঞ্জ ও তাড়াশের
প্রতীক্ষিত ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিও এমপিওভুক্ত হয়নি। এতে ক্ষোভে ফেটে
পড়েছেন এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা। চরম হতাশা বিরাজ করছে এ সকল শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত অর্ধ সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর পরিবারে।
জামালপুর ও মেলান্দহ সংবাদদাতা জানান, জামালপুরে এমপিওভুক্ত না করায় শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকরা পাঁচ দফায় দাবি আদায়ের প্রথম দিনে জেলা-উপজেলা
প্রশাসকের অফিস ঘেরাও, স্মারকলিপি প্রদান, বিক্ষোভ মিছিলসহ সমাবেশ করেছে।
জেলার সদর, মেলান্দহ, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ
উপজেলার এমপিও বঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একযোগে এ কর্মসূচি
পালন করেন।
সরিষাবাড়ী সংবাদদাতা জানান, জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা সদরে অবস্থিত
বঙ্গবন্ধু কলেজ এমপিওভুক্ত না করায় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের পদত্যাগের দাবীতে
গতকাল রবিবার কলেজ মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক
সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সরিষাবাড়ী বঙ্গবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন
কলেজটিকে এমপিওভুক্ত করার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি সদ্য প্রকাশিত
তালিকা বাতিল করে নতুন এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশসহ শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের
পদত্যাগ দাবি করেন।
২০০৮ সালে নির্বাচনের ভিডিও/ টেলি কনফারেন্সে বর্তমান স্থানীয় সংসদ সদস্য ডা.
মুরাদ হাসান, উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দের পাশাপাশি
জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় গেলে সরিষাবাড়ীর
বঙ্গবন্ধু কলেজটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু
প্রতীক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে বঙ্গবন্ধু কলেজের নাম না থাকায় কলেজের
কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ উপজেলাবাসীর মধ্যে চরম
ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
গোপালপুর সংবাদদাতা জানান, এমপিওভুক্ত না হওয়ায় মধুপুর উপজেলার মমিনপুর
হাইস্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীরা দুইদিন ধরে ধর্মঘট পালন করছে। স্কুলে ঝুলছে তালা।
স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জানান, বিগত জোট সরকারের আমলে বৈষম্য নীতির
কারণে স্কুলটি এমপিওভুক্ত হয়নি। এবার মহাজোট সরকারের আমলেও প্রথম ক্যাটাগরির
এ প্রতিষ্ঠানটি এমপিও বঞ্চিত হওয়ায় শিক্ষকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন।
বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা জানান, বরগুনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত করার
দাবিতে তিনটি কলেজ ও দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বরগুনা প্রেসক্লাবে সংবাদ
সম্মেলন করে আন্দোলনের হুমকি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে লিখিত
বক্তব্য পাঠ করেন আইডিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ হুমায়ুন কবির কিসলু, আয়লা কলেজের
অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান, এম. বালিয়াতলী ডি.এন কলেজের অধ্যক্ষ শাহনেওয়াজ
সেলিম, পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিসুল আলম ও উত্তর
কুমড়াখালী বালিকা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার মিত্র।